আজকের কাগজ

07 SEP 1992

তারিখ 07 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

৭৪

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের অভিমত

সন্ত্রাস নির্মূল করতে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিতে হবে

নজমুল কবির শিপন

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাস প্রতিরোধের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে। তাদের মতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা না থাকা, অন্যদিকে প্রশাসনকে দলীয়করণ, শিক্ষাঙ্গনে অরাজনৈতিকভাবে দলীয় প্রভাব সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে সন্ত্রাস বাড়ছে। সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে তারা সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সমাজ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সন্ত্রাস সম্পর্কে মতামত জানার জন্যে আজকের কাগজের পক্ষ থেকে কয়েকজন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাতকার নেয়া হলে তারা এসব কথা বলেছে। তাদের মতামতগুলো এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

আহমেদ শাহীন জুয়েল

ব্যবসায় প্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহমেদ শাহীন জুয়েল জানায়, সন্ত্রাসের পেছনে, একটি আদর্শিক শূন্যতা কাজ করছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় লক্ষ্যহীনতা বিরাজ করছে। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য আছে কিন্তু তার মূল্যবোধ রীতিনীতি প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর আমাদের আস্থা নেই। এই অগণতান্ত্রিক আকাংখার কারণে শিক্ষাঙ্গনসহ সারা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে।

এর সমাধানের জন্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সত্যিকার চর্চা করতে হবে। এর জন্যে সরকার, বিরোধী দল ও সামাজিক শক্তিসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। এই দুঃসময়ে প্রয়োজন 'প্রতিবাদী সংস্কৃতি'।

উম্মে সালমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ শেষ বর্ষের ছাত্রি উম্মে সালমা বলেন, আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক অস্থিরতাই সন্ত্রাসের মূল কারণ। ছাত্র ও যুব সমাজের সামনে লক্ষ্যহীন ভবিষ্যৎ। তদুপরি হতাশা-বঞ্চনায় তাদের স্বপ্ন-সাধ বিপন্ন। ছাত্রদের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপটকে আরো সংহত করে। সরকার ও বিরোধী দলগুলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে পারেন না দলীয় সংকীর্ণতার কারণে। বরং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। রাজনৈতিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে সন্ত্রাস আজ সমাজের নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহে পরিণত হয়েছে। এর থেকে উত্তোরণের পথ হলো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে এবং প্রশাসন বিশেষত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে প্রভাবমুক্তভাবে কর্তব্য পালনে সুযোগ দিতে হবে।

মনির হোসেন মিঠু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মনির হোসেন মিঠু এবার এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। তার মতে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সন্ত্রাস, এমনটি পৃথিবীর কোনো দেশে আছে কি-না সন্দেহ। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হলেও সন্ত্রাস জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে। আমাদের দেশে সমাজের উঁচুস্তরের লোকেরা সন্ত্রাসীদের লালন করেন। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত দুই প্রধান রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লালন করা হয়। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নিজ প্রভাব তথা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে অস্ত্র প্রয়োগ আজকের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত ফলদায়ক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সন্ত্রাস নির্মূলে প্রথমেই সরকারের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর প্রভাব তুলে নিয়ে পুলিশকে মুক্তভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সরকারের মনোভাব দেখে মনে হয়, পুলিশকে শুধুমাত্র বিরোধী দলীয় দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের জন্যে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সর্বোপরি উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।